ব্রাজিল সিরি এ'র ম্যাচে সেরেরা এসসিকে ২-১ গোলে হারাল অ্যাটলেটিকো মিনেইরো।

মাঠে - ময়দানে

ব্রাজিল সিরি এ'র ম্যাচে ১-১ গোলে ড্র করল প্লামানেইরোস ও ফ্লেমিঙ্গো।

প্রথমে আধিপত্য দেখালেও দিনের শেষে ম্যাচের রাশ রশিদদের হাতে

বেঙ্গালুরু, ১৪ জুন: শুরু হল ঐতিহাসিক টেস্ট। আর শুরুতেই ম্যাচের রাশ ভারতের হাতে। কিন্তু যত দিন গড়িয়েছে তত ম্যাচে জাঁকিয়ে বসেছে আফগান বোলাররা।

কাঁধে চোট থাকায় আফগানিস্তান ম্যাচে ছিলেন না বর্তমান অধিনায়ক বিরাট কোহলি। তাঁর জায়গায় ভারতীয় টিমের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন অজিঙ্কা রাহানে। আফগানদের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টে এদিন ভারতীয় দলে সুযোগ পান শিখর ধাওয়ান, মুরলি বিজয়, চেতেশ্বর পূজারা, অজিঙ্কা রাহানে, লোকেশ রাহুল, দীনেশ কার্তিক, হার্দিক পান্ডিয়া, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজা, উমেশ যাদব ও ইশান্ত শর্মা। এই প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়েছে আফগানিস্তান। আর সেটা পুরোপুরি তাদের একমাত্র স্পিনার রশিদ খানের জন্য। এদিন তাকে সামনে রেখেই দল সাজিয়েছিলেন আফগান অধিনায়ক আসগর। এদিন আফগানিস্তানের হয়ে প্রথম ওভারে বল করতে আসেন ইয়ামিন আহমেদজাই। প্রথম বল হাতে দৌড়ে এসেও থমকে গেলেন তিনি। ফলস স্টার্ট। এরপর আসে প্রথম বল। প্রথম ওভারে ভারতের রান আসে মাত্র ২। দ্বিতীয় ওভারে বল করতে আসেন ওয়াফাদার। তবে, আফগান বোলারদের মধ্যে কেউই তেমন ছাপ ফেলতে পারেননি। লাঞ্চের আগেই সেঞ্চুরি করেন শিখর ধাওয়ান। মাত্র ৯৬ বলে ১০৭ রান করেন তিনি। তাঁর ইনিংসটি সাজানো ছিল ১৯টি বাউন্ডারি ও ৩টি ওভার বাউন্ডারি দিয়ে। ভাল ব্যাটিং করেন মুরলি বিজয়ও। প্রথম দিকে একটু দেখে খেললেও চা-বিরতির পর আক্রমণাত্মক মেজাজেই দেখা যায় তাকে। ১৫৩ বলে ১০৫ রান করেন তিনি। তাঁর ইনিংসটি সাজানো ছিল ১৫টি বাউন্ডারি ও ১টি ওভার বাউন্ডারি দিয়ে। এরপর ব্যাট করতে আসে আরেক ফর্মের শিখরে থাকা ব্যাটসম্যান কেএল রাহুল। আইপিএলে নিজের জাত চিনিয়ে ছিলেন তিনি। আইপিএলে যেখানে শেষ করেছিলেন, আফগান টেস্টে সেখান থেকেই যেন আবার শুরু করলেন। মাত্র ৬৪ বলে ৫৪ রান করলেন তিনি। তাঁর ইনিংসের ৮টি বাউন্ডারিই বলে দিচ্ছে সে কতটা আক্রমণাত্মক মেজাজে ব্যাট করতে নেমেছিলেন। শিখর ও বিজয়ের শতরান এবং রাহুলের অর্ধশতরানের উপর ভর করে যখন ভারত পাহাড় সমান রান গড়ার দিকে এগোচ্ছে ঠিক তখনই জ্বলে ওঠে আফগান শিবির। উইকেট নেওয়ার শুরুটা করেছিলেন ইয়ামিন ও ওয়াফাদার। তারপর মাঠে নামেন রশিদ ও মুজিব। আফগান ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের নজর ছিল এই দুই স্পিনারের দিকেই। আইপিএলে যথেষ্ট ভাল পারফরম্যান্স করেছিলেন দুজনেই। বছর ১৯'র এই দুই বোলার প্রায় একা হাতেই আইপিএলে অনেক ম্যাচ জিতিয়েছে। প্রথম দিকে শিখর ও বিজয়ের উপর কোনও প্রভাব ফেলতে না পারলেও শেষ বেলায় তারা দেখিয়ে দিল কেন তারা আফগান দলের ভরসা হয়ে উঠেছে। পূজারা ৫২ বলে ৩৫ রান করলেও অধিনায়ক রাহানে ৪৫ বলে মাত্র ১০ রান করে ফিরে গেলেন সাজঘরে। প্রথম দিকে মুজিব ও রশিদকে সাবলীলভাবে খেললেও দিনের শেষে ততটাই চাপে ফেলে গেলেন তারা। ইকোনমি রেটে সবথেকে বেশি রান দিলেও দিনের শেষবেলায় ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের চাপে ফেলে দিলেন তারা। ৭৮ ওভারে ৩৪৭ রানে ৬ উইকেট এই স্কোরে প্রথম দিনের খেলা শেষ হলেও দ্বিতীয় দিনে আফগান বোলারদের কতটা সামলাতে পারবেন ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা সেটাই দেখার। ব্যাট হাতে হার্দিক পান্ডিয়া ১০ ও অশ্বিন ৭ অপরাজিত আছেন। ঋদ্ধিমান সাহার চোটের জন্য দলে আসা একমাত্র উইকেট কিপার দীনেশ কার্তিক এদিন মাত্র ৪ রান করে রান আউট হয়েছেন। আফগান বোলার রশিদ খান ২৬ ওভার বল করে ১২০ রানের বিনিময়ে ১টি উইকেট নিয়েছেন। মুজিব ১৪ ওভারে ৬৯ রানে ১টি উইকেট পেলেও নবি ৮ ওভারে ৪৫ রানে কোনও উইকেট পাননি। ইয়ামিন ১৩ ওভারে ৬টি ওভার মেডেন সহ ৩২ রানে ২টি উইকেট নিয়েছেন।

নতুন রেকর্ড গড়লেন ওপেনার শিখর ধাওয়ান

বেঙ্গালুরু, ১৪ জুন: ভারতের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক টেস্ট ম্যাচ খেলল আফগানিস্তান। আর আফগানদের বিরুদ্ধে শতরান করে নতুন রেকর্ড গড়লেন ভারতের বাঁ হাতি ব্যাটসম্যান শিখর ধাওয়ান। প্রথম ভারতীয় হিসাবে লাঞ্চের আগেই শতরান করে নতুন রেকর্ড গড়লেন এই ভারতীয় ওপেনার। শতরান করতে তিনি নেন ৮৭ বল। শেষ পর্যন্ত ৯৬ বলে ১০৭ রান করে আউট হন তিনি। ধাওয়ানের আগে প্রথম ভারতীয় হিসাবে লাঞ্চের আগে শতরান করার সুযোগ পেয়েছিলেন প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার বীরেন্দ্র শেহবাগ। কিন্তু ২০০৬ সালে সেন্ট লুসিয়ায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৭৫ বলে ৯৯ রানে আউট হন নজবগড়ের নবাব। ধাওয়ানের আগে মোট পাঁচজন ব্যাটসম্যান লাঞ্চের আগে শতরান করেছেন। সবথেকে প্রথমে লাঞ্চের আগে শতরান করার রেকর্ড গড়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার ডিক্কি ট্রাম্পার। ১৯০২ সালে ম্যাঞ্চেস্টারে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে লাঞ্চের আগে শতরান করেন তিনি। এরপর ১৯২১ সালে অস্ট্রেলিয়ার চার্লি ম্যাকার্টনি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে লাঞ্চের আগে শতরান করেন। এরপর লিডসে অস্ট্রেলিয়ার ডন ব্র্যাডম্যান ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে লিডসে, করাচিতে ১৯৭৬ সালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের মজিদ খান, ২০১৭ সালে সিডনিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার ডেভিড ওয়ার্নার লাঞ্চের আগে শতরান করেছিলেন। ফলে ষষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসাবে লাঞ্চের আগে শতরান করলেন ভারতের এই তারকা বাঁ হাতি ব্যাটসম্যানটি।

আফগান ক্রিকেটারদের অদম্য মানসিক জোরকে স্যালুট প্রধানমন্ত্রীর

বেঙ্গালুরু, ১৪ জুন: টেস্ট ক্রিকেটের অভিজাত দুনিয়ায় পা দিল আফগানিস্তান। বেঙ্গালুরুতে ভারতের বিরুদ্ধে তাদের প্রথম টেস্ট ম্যাচের প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, এই ম্যাচের আয়োজন করতে পেরে ভারত গর্বিত ও সম্মানিত। যুদ্ধ দীর্ণ আফগানিস্তানের অদম্য মানসিক জোরকেও স্যালুট করেছেন তিনি।

ম্যাচের আগে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা পড়ে শোনান কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী রাজ্যবর্ধন সিংহ রাঠোর। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আফগানিস্তান যে তাদের প্রথম টেস্ট ম্যাচ ভারতে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা এ দেশের জন্য অত্যন্ত গর্ব ও আনন্দের বিষয়। ২০০১-এ আইসিসি'র সদস্যপদ পাওয়ার পর তরুণ, প্রতিভাধর আফগান খেলোয়াড়রা খুব দ্রুত অসাধারণ উন্নতি করেছেন। দু'দেশের ক্রিকেট বোর্ডকে অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি ঐতিহাসিক টেস্টে শামিল হতে পারা ভারতীয় ও আফগান ক্রিকেটারদেরও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি। মোদী বলেছেন, আফগানিস্তানের মানুষের মধ্যেও ক্রিকেট আজ ঐক্যের কাজ করছে, এই সফরে তাঁদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটতে পারার জন্য ভারত গর্বিত। আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান আতিফ মাশালও আফগান প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানির একটি বার্তা পাঠ করেন। তাতে ঘানি বলেছেন, ভারতের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের এই প্রথম টেস্ট ম্যাচকে স্বাগত জানাচ্ছেন তিনি। এই শতকের শুরুতে যারা আফগানিস্তানে ক্রিকেটের স্বপ্ন দেখেছিলেন ও বিশ্বাস করেছিলেন, একদিন তারা বিশ্বসেরাদের বিরুদ্ধে খেলবেন, তাদের জন্য তিনি গর্বিত। ঐতিহাসিক দিনটি বর্ণনা করে তিনি বলেছেন, ভারতের পাশাপাশি আফগানিস্তানও এখন থেকে এশিয়ার বৃহৎ ক্রিকেট শক্তি। অন্যান্য টেস্ট খেলা দেশকেও আফগানিস্তানের সঙ্গে টেস্ট সিরিজের আয়োজন করতে অনুরোধ করেছেন তিনি।

Results of "Publish your Painting" Contest

Winner of the Week
Name: K. Roshan Kumar
Name of the School: St. Mary's School
Class-VII

The Echo of India team congratulates all contributing budding artists.

The winner may contact on phone- 230269, 230230 to collect the winner's gift hamper from our office.

THE ECHO OF INDIA
Initiative

N. Karan, Govt. Sec. School, Delanipur, Class-IV A

Teerth, Chunabhutta School, Class-II

Nishant, Raj Nursery School, Class-KG-II

Rachita Lall, Carmel. Sr. Sec.School, Class-III C

K. Khushi, St. Mary's School, Class-IV A

Sumit Bala, Govt Primary School, Krishna Nagar, E.M Havelock, Class-II

R. Arya Nair, VKV, Lambaline, Class-V B

T. Pooja, KV-I, Class-VII B

প্রকাশকএবংমুদ্রকটিদুর্গারাও,স্বত্বাধিকারী:আশিষলাহা,৯৭/২,এম জি রোড,মিডিলপয়েন্ট,পোর্ট ব্লেয়ার-৭৪৪১০১ থেকেপ্রকাশিতএবংইকোপ্রিন্টিং প্রেস,ডলিগঞ্জ,পোর্ট ব্লেয়ার-৭৪৪১০৩থেকেমুদ্রিত,সম্পাদক:আশিস্‌লাহা*(পিআরবিআইনঅনুযায়ীপ্রকাশিতসমস্তসংবাদেরজন্যদায়বদ্ধ)।
Printed and published by T Durga Rao, owned by Asish Laha and published from 97/2, M. G. Road, Middle Point, Port Blair-744 101 & printed at Echo Printing Press, Dollygunj, Port Blair-744 103. Editor : Asish Laha*(*responsible for selection of news under the PRB Act).